কৃষক ছাড়াই কৃষি বাজেট!

আদিত্য শাহীন

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের সঙ্গে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের নিত্যকার যোগাযোগ বহুদিনের পুরনো। প্রায় দুই যুগ। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে শাইখ সিরাজ ১৯৮২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অনেক সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু একথা সত্যি যে, কৃষি ও কৃষকের জন্য করণীয় অনেক কিছুই করতে পারেননি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতার কারণে। তবে কৃষকের খুব কাছাকাছি যাবার পর তাদের বঞ্চনার চিত্রগুলো নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। কৃষকরা কোথায় কোথায় ঠকছেন তা চিহ্নিত করা এবং তা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরার ব্যাপারে তার মধ্যে যে তাগিদের জন্ম হয়েছিল আশির দশকেই, তা তিনি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন বর্তমান সময়ে এসে। অর্থাৎ বাংলাদেশ টেলিভিশনে উপস্থাপনাকালের সাত বছর পরে ২০০৪ সালে যখন নিজের পরিচালনাধীন টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল আইতে হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান নিয়ে এলেন, তখন অনুষ্ঠানের মূল কনসেপ্টটিই ছিলো অনেক ধারালো ও তীক্ষ্ণ। একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের এত দীর্ঘ প্রাক-পরিকল্পনা অনেকটা বিরল ঘটনা বলেই শোনা যায় মিডিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের মুখে। হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান শুরুর বহুদিন আগেই শাইখ সিরাজ নির্ধারণ করেন, এবার আর কৃষকের জন্য কৃষি কৌশলের শিক্ষা নয়, এবার কৃষিকে নিয়ে যেতে হবে শিল্পায়নের দিকে, একজন কৃষক ও শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে গড়তে গবে সেতুবন্ধ, কৃষিপণ্যের বাজার নিশ্চিত করার কথা ভাবতে হবে, তুলে ধরতে হবে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের নানা চিত্র, অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে হবে, গ্রামীণ জনপদের সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশতে হবে আরো গভীরভাবে, কৃষিক্ষেত্রে সরকারযন্ত্রের নানা সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার চিত্র তুলে আনতে হবে। মোদ্দা কথা, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে কৃষিক্ষেত্র নিয়ে আরো জবাবদিহিতার মধ্যে আনার চেষ্টা করতে হবে। বিষয়গুলো শাইখ সিরাজ উপলব্ধি করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে তার উপস্থাপনাকালীন সময়েই। কিন্তু এর কিছুই তুলে ধরা সম্ভব হয়নি তখন। যদিও তখন আজকের মতো এতটা অগ্রগামী প্রেক্ষাপটও ছিলো না। কৃষি নিয়ে মানুষের মাথায় তেমন ভাবনা জমেনি। শহরের মানুষেরা কৃষকের উৎপাদিত পণ্য খেয়ে বেঁচে থাকলেও কৃষককে মূল্যায়ন করেননি। একজন কৃষকের সন্তানও যখন শহরে জীবন জীবিকার ক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন, তিনিও একটি পর্যায়ে এসে পৈত্রিক ও প্রাচীন পেশা কৃষিকে অবমূল্যায়ন করেছেন। খাটো করেছেন। আধুনিকতার কৃত্রিম স্রোতে গা ভাসিয়ে কৃষি বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। শাইখ সিরাজ তার বহু লেখনী ও উপস্থাপনায় বলেছেন, এই কিছুদিন আগেও আমাদের দেশের কৃষি ছিলো চরম অবহেলিত। কৃষক বলতে ছিলো গ্রামের সহজ সরল কর্মঠ অভাবী মানুষগুলো। আর কৃষি মানে ছিলো ধান-পাটের চাষ। মানুষের এই পর্যায়ের ধ্যান ধারণাকে পরিবর্তন করার জন্যই তাকে নিরন্তরভাবে কাজ করতে হয়েছে। শহরের একজন সাধারণ মানুষ বা ভোক্তার তুলনায় গ্রামের একজন সাধারণ মানের কৃষক বা উৎপাদক যে কত বেশি মহৎ এবং কৃষিপ্রধান এই দেশটির জন্য তার যে কী অবদান তা বোঝাতেই এক যুগ সময় পেরিয়ে গেছে। অবশ্য আজও পর্যন্ত কৃষক তার ন্যায্য মূল্যায়ন পেয়েছেন একথা বলা যাবে না।

শাইখ সিরাজই বাংলাদেশে প্রথম কৃষিজ অর্থনীতির এক অজানা চিত্র তুলে ধরেন দেশবাসীর সামনে। রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে বাজেট ঘোষিত হয়। তার আগে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হয় বাজেটের রূপরেখা। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের বাজেটে কৃষিরও একটি খাত রয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার ৩৪ বছরে এই খাতটির সঙ্গে কৃষকের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থনীতিবিদরা পুঁথিগত কৃষি ভাবনা আর নীতিনির্ধারকরা 'সাবেক বহাল' নিয়মে গৎবাঁধা কথামালা আর বরাদ্দের হিসাবটা সামান্য নড়ন চড়ন করে থাকেন। এই প্রথমবারের মতো তৈরি হলো বাজেট নিয়ে একাধিক কৃষি অনুষ্ঠান। শাইখ সিরাজ খাতওয়ারি সামগ্রিক কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি সেক্টরের উৎপাদক ও সরকারি নীতিনির্ধারকদের মুখোমুখি সংলাপের আয়োজন করলেন হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে। আর কৃষকের মুখের কথাবার্তা নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রচার করা হলো হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে একদিনের শ্যুটিংয়ে বাজেট সম্পর্কে কৃষকের ধারণার স্পষ্ট চিত্র উঠে এলো। এক তরুণ কৃষক ধানের বীজতলা তুলছিলো। শাইখ সিরাজ রাস্তা থেকে নেমে তার কাছে মাইক্রোফোন এগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বাজেট চেনেন, তরুণ কৃষক বললো, আমি চিনি না, তয় আমার বাবায় কইতে পারবো। বাজেটে কী কী সুযোগ সুবিধা পান?– ঢেঁড়সের বেছন পাই।

আরেকজন কৃষককে বাজেট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই মনে হলো তিনি ভয় পেয়ে গেছেন, ক্ষেতের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে মাইক্রোফোন ধরলে কৃষক বিব্রত চেহারা নিয়ে বললেন, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু পাইও না, জানিও না। আমি কিছু কইতে পারুম না। পরিচালকের সঙ্গে হৃদয়ে মাটি ও মানুষ টিম ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরছিলো বাজেট নিয়ে কৃষকের মন্তব্য, কথাবার্তা সংগ্রহের জন্য। চরপুলিয়ামারি গ্রামের ভেতরে একটি চায়ের দোকানে পাওয়া গেল নানা বয়সের জনা বিশেক লোক। বাজেট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই মনে হলো তারা যেন প্রাণের কথা খুলে বলার একটি মোক্ষম জায়গা পেয়েছে। তারাই বাজেট সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিসংখ্যান থেকে শুরু করে কৃষকের বঞ্চনা, সামাজিক দুর্নীতি, ব্যাংকিং সেক্টরে কৃষকদের সঙ্গে হয়রানীমূলক আচরণের নানা চিত্র, রাজনৈতিক সরকারের একপেশে চিন্তা-চেতনার কথা তাদের ভাষায় অবিরাম বলে যেতে লাগলো। তারা নিজেরাই বললো, আমাগো লাইগা বাজেট হয় হুনছি, তয় আমাগো কাছে কেউ তো জিগাইতে আহে না। সরকারে আমাগো তো কিছুই দেয় না। তিন পার্সেন লুকও বাজেট বুঝে না।

শাইখ সিরাজ তার উপস্থাপনায় বললেন, প্রতিবছরই কৃষিখাতে সরকারি বরাদ্দ বাড়ছে, কিন্তু এতে একদিকে যেমন কৃষকরা উপকৃত হতে পারছে না অন্যদিকে রাষ্ট্রও কৃষিখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কৃতিত্বটুকু পাচ্ছে না। এর জন্যে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন কৃষকের সচেতনতা। কৃষকের অংশগ্রহণ। বাজেট সম্পর্কে কৃষককে সচেতন করে তুলতে না পারলে কৃষক রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের জায়গায় প্রবেশের কোনো সুযোগ পাবে না। আর যতদিন না কৃষক দেশের ভালোমন্দের ভিত্তিমূলে শক্তভাবে না দাঁড়াতে পারবে, ততদিন কৃষিপ্রধান এ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সুনিশ্চিত হতে পারবে না। কারণ এখনও আমাদের মোট জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ কৃষক।